জীবনযাত্রার ব্যয় ও বাজার দর বিবেচনায়
গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৮০০০ টাকার বেশি হওয়া উচিত

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা হওয়া উচিত—শীর্ষক মতবিনিময় সভায় আলোচকদের একাংশ

২৬ ফেব্রুয়ারি '১৮ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোলটেবিল মিলনায়তনে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট-এর উদ্যোগে 'মর্যাদাপূর্ণ জীবনমান বিবেচনায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কত হওয়া উচিত' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি আহসান হাবিব বুলবুল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বজলুর রশীদ ফিরোজ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি জাহেদুল হক মিলু, সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জি-স্কপ) এর যুগ্ম আহবায়ক নইমুল আহসান জুয়েল, বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সহসভাপতি মাহবুবুল আলম, জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সাধারণ সম্পাদক জুলহাসনাইন বাবু, গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের উপদেষ্টা শামিম ইমাম, টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তপন সাহা প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক সৌমিত্র কুমার দাস, সভা পরিচালনা করেন গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ।

সভায় নেতৃবৃন্দ গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের উত্থাপিত ধারণাপত্রে ১৮ হাজার টাকা মজুরির যৌক্তিকতার সাথে সহমত পোষণ করেন এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, মজুরি উৎপাদন খরচের অংশ, তা মালিকের মুনাফার অংশ নয়। কারখানা মালিক উৎপাদনের উপকরণের জন্য যেমন ব্যয় করেন, শ্রমিকের মজুরির জন্যও তেমনি ব্যয় করতে হয়। মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাই শ্রমিকের জীবনযাপন ব্যয়, ভবিষ্যৎ প্রয়োজন, অন্যান্য খাতের মজুরির সাথে তুলনা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাজার অর্থনীতি মানলে মজুরি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বাজার দর মানতে হবে। শ্রমিকের মজুরির দাবির কথা এলেই মালিকের সক্ষমতার প্রশ্ন তোলা হয়, কিন্তু অদ্যাবধি গার্মেন্টস মালিকদের প্রকৃত সক্ষমতা কত তা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা হয়নি। মালিকদের মুনাফার পরিমাণকে আড়াল করার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয় না। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, পরিবারের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে হলে পরিবারের একজন কর্মক্ষম মানুষকেই প্রধান আয়ের দায়িত্ব নিতে হয়। তাই জীবনযাপন ব্যয়, সিপিডি'র গবেষণা অনুযায়ী খাদ্য, পুষ্টি মান অর্জন, অক্সফাম এর হিসেব, সরকার ঘোষিত পে স্কেল এর বেতন কাঠামো, প্রতিযোগী দেশসমূহের মজুরি এসব বিবেচনায় কোনভাবেই ১৮ হাজার টাকার কম মজুরি হলে তা ন্যায্য হবে না। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের স্তর থেকে উন্নয়নশীল দেশের স্তরে উন্নীত হয়েছে বলে সরকারি মহল থেকে ব্যাপক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত বাংলাদেশে শ্রমিকরা মানসম্পন্ন জীবনযাপন করার মতো মজুরি পাবে না—এটা হতে পারে না। আবার অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকের ক্রয় ক্ষমতা বাড়লে দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক গতিশীলতা বাড়ে। এ কারণেই প্রতিটি উন্নত দেশের শ্রমিকদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মান উন্নত। মানসম্পন্ন মজুরি যেমন শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করে তেমনি দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। বাংলাদেশকে যদি উন্নত দেশের কাতারে উন্নীত করতে হয় তাহলে শ্রমজীবী মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ছাড়া তাদের আয় এবং ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে না। নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান বাজার দর বিবেচনা করে ১৮ হাজার টাকা মজুরি নির্ধারণ তাই বাংলাদেশের শ্রমিক এবং অর্থনীতির বিকাশের জন্যই প্রয়োজন। নেতৃবৃন্দ মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাজার দর, জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনা করার দাবি জানান।

নারায়ণগঞ্জ : গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে 'শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনমান বিবেচনায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি'—শীর্ষক মতবিনিময় সভা ২১ মার্চ নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে হানিফ খান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, জি-স্কপের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক নঈমুল আহসান জুয়েল, জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, জাতীয় গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি মো. রফিক,

গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আহসান হাবিব বুলবুল, নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি মাহবুবুর রহমান মাসুম, বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলার সমন্বয়ক নিখিল দাস, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লব, গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি এম এ শাহীন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম গোলক, মতবিনিময় সভার ধারণাপত্র পাঠ করেন গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের নারায়ণগঞ্জ জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আমিন সোহাগ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমিকের শ্রমে ক্রমবর্ধমান হারে জিডিপি বাড়ছে, মাথাপিছু আয় ১৬১০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। এর সাথে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারিত হবে, বাড়বে এটা যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা। শ্রমিকের প্রধান সম্পদ তার কর্মক্ষমতা। তার কর্মক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সে যা আয় করে তা দিয়ে তার সংসার চালাতে হয়। কর্মক্ষম মানুষের কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যেটুকু ন্যূনতম খাবার প্রয়োজন তার মূল্য, বাড়িভাড়া, পোশাক, চিকিৎসা ব্যয়, সন্তানের লেখাপড়ার খরচ ইত্যাদি ধরলে মাসে ৫ জনের দরিদ্র পরিবারের যে খরচ হয় তা হিসাব করলে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর মাসিক আয় কোনভাবেই ১৮ হাজার টাকার কম হতে পারে না।

নেতৃবৃন্দ ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে সকল গার্মেন্টস সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৮০০০ টাকা নির্ধারণের দাবিতে

সংবাদ সম্মেলন ও নিম্নতম মজুরি বোর্ডে স্মারকলিপি পেশ

ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকার দাবিতে জি-স্কপের স্মারকলিপি প্রদান পূর্ব মিছিল

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৮০০০ টাকা নির্ধারণের দাবিতে ১১মার্চ '১৮ জাতীয় প্রেসক্লাব ভবনের তৃতীয় তলায় কনফারেন্স লাউঞ্জে গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জি-স্কপ) সংবাদ সম্মেলন করে এবং সংবাদ সম্মেলন শেষে গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জি-স্কপ) এর পক্ষ থেকে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জি-স্কপ) এর যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুল আহসান, সুচনা বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিক জোট-এর কার্যকরি সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জি-স্কপ) এর যুগ্ম আহ্বায়ক এবং জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক নইমুল আহসান জুয়েল, দাবির সপক্ষে তথ্য উপস্থাপন করেন গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি আহসান হাবিব বুলবুল। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্বাধীন গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন-এর সভাপতি অ্যাড. দেলোয়ার হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক বেবী পাঠান, বাংলাদেশ টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন-এর সাধারণ সম্পাদক এম. শাহদাত হোসেন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সহসভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন, সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন-এর সভাপতি নাজিম উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আরাফাত জাকারিয়া সঞ্চয়, জাতীয়তাবাদী গার্মেন্টস শ্রমিক দল এর সভাপতি হাজি মো. শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক লুৎফুন নাহার লতা, গণতান্ত্রিক গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন-এর সভাপতি আলমগীর রনি, সাধারণ সম্পাদক বাচ্চু মিয়া, জাতীয় গার্মেন্টস দর্জি সুয়েটার শ্রমিক ফেডারেশন এর সভাপতি মো. রফিক, গার্মেন্ট শ্রমিক ইউনিটি লীগ-এর সভাপতি কাজী রহিমা আখতার সাথী, সাধারণ সম্পাদক ইয়াসমিন হোসেন, বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক-জোট এর সভাপতি রোকেয়া সুলতানা আনজু, সাধারণ সম্পাদক এস এম মাসুদ রানা, বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন-এর সভাপতি তুহিন চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন, বাংলা গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশন-এর সভাপতি কাজী মোহাম্মদ আলী এবং সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান, গ্রীন বাংলা গার্মেন্ট ওয়ার্কাস ফেডারেশন-এর সভাপতি সুলতানা বেগম এবং সাধারণ সম্পাদক মো. ইলিয়াস, বাংলাদেশ ওএসকে গার্মেন্ট এন্ড টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন-এর সভাপতি মো. ইয়াসিন ও সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ দত্ত, বাংলাদেশ রেডিমেন্ট গার্মেন্ট ওয়ার্কার ফেডারেশন-এর সভাপতি সৈয়দ আব্দুল জলিল, বাংলাদেশ তৃনমূল গার্মেন্ট শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন-এর সভাপতি শামিম খানসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।